

**সর্বদলীয় সভায় রাজনৈতিক দলগুলি থেকে যেসমস্ত প্রস্তাব এসেছে তা  
রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ নেবে : মুখ্যমন্ত্রী**

একটা মহামারিকে মোকাবিলা করছি আমরা। একটা সঙ্কট চলছে এখন। এই সঙ্কটে সবই সঠিক হবে তা কখনোই ঠিক নয়। এই সময়ে সবাইকে একসাথে মিলে মিশে কাজ করতে হবে। আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় আহৃত সর্বদলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কঠিন সময় থেকে কিভাবে বেড়িয়ে আসা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতেই এই সর্বদলীয় বৈঠক। এখানে উপস্থিত সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে যেসমস্ত প্রস্তাব ও পরামর্শ এসেছে তা রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ নেবে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় আজ বিকেলে রাজ্য সরকারের আহ্বানে মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই সর্বদলীয় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ত্রিপুরা অনেক এগিয়ে আছে। কিছু ভুল ত্রুটি থাকলেও চিকিৎসকরা খুব ভাল কাজ করেছেন। পি পি ই কিট মজুত রয়েছে ৯০৯০টি। ১২৬টি আইসোলেশন বেড রয়েছে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাস পরীক্ষা হয় একমাত্র মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে। ত্রিপুরায় বর্তমানে দু'টি মেশিন রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় আরও একটি মেশিন আনা হবে। ইতিমধ্যে জিবি হাসপাতালকে কোভিড-১৯ হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই আই জি এম হাসপাতালেও আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বাইরে যারা এখনও আটকে আছেন তাদেরকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়েছে। রাজ্যের বাইরে থেকে যারা আসবেন তাদের এখানে আসার সাথে সাথে স্যাম্পল নেওয়া হবে এবং স্যাম্পলের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হবে।

সর্বদলীয় সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে লকডাউন জনিত পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে সচল করতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ত্রিপুরা কৃষি নির্ভর রাজ্য। গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিকে মজবুত করতে এবং কৃষকদের হাতে যাতে টাকা যায় সেজন্য সরকার আগামী ১৫মে থেকে সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৭ হাজার জুমিয়াকে বিনামূল্যে জুম বিজ এবং ২০২ টাকা করে ৬ শ্রমিদিবসের কাজ দেবে সরকার। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি থেকে যে পরামর্শ এসেছে তা প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনা হবে। আয়কর দেননা এমন পরিবারদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার যে বিষয়টি সভায় উঠে এসেছে তা সরকার খতিয়ে দেখবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যের গরিব মানুষ এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত প্যাকেজ অনুসারে সহায়তা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে এসপিরেশনাল ব্লকের ৯৩ হাজার পরিবারকে ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। রাজ্যের ২ লক্ষ ৭৫ হাজার উজ্জ্বলা যোজনায় বেনিফিসিয়ারিদের গরিব কল্যাণ যোজনায় ৩ মাস ফ্রি গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হবে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন উজ্জ্বলা যোজনা সহ সমস্ত গ্যাস ভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দিতে জেলাশাসকগণ যেন উদ্যোগ নেন।

এ বিষয়ে কোন এজেন্সি যদি বাড়ি বাড়ি গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দিতে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে যেন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ৪ লক্ষ মানুষ সামাজিক ভাতা পান। তাদেরকে দু'মাসের ১০০০ টাকা করে ইতিমধ্যেই অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ভাতা পান ১ লক্ষ ২৯ হাজার মানুষ। তাদেরকেও তিন মাসের টাকা দেওয়া হচ্ছে। ৪০ হাজার নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে ২৪ হাজার নির্মাণ শ্রমিককে ইতিমধ্যেই আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ বিনামূল্যে রেশনিং ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে যাদের রেশনকার্ড নেই তাদের কাছে রেশন এবং অন্যান্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডি এমদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চা বাগানগুলিতে ফ্রি রেশন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২২ হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা এবং রেশন দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তে কেউ মারা গেলে সরকার ৪ লক্ষ টাকা দেবে। এই ঘোষণা সরকার আগেই দিয়েছে। ৩৭২ জন প্রতিকা হকারদের ১০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা ও ফ্রি রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার।

সর্বদলীয় সভায় বিরোধী দলের নেতা মানিক সরকার বলেন, করোনা সংক্রমণ মোকাবেলার একমাত্র অস্ত্র লকডাউন। এজন্য সচেতনতা বাড়াতে হবে, জনগণের সহযোগিতা চাইতে হবে। সরকারকে অগ্রনী ভূমিকা নিয়ে এই কাজ করতে হবে। তাতে অংশ নিতে হবে আমাদের সবাইকে। ঐক্যবদ্ধ ভাবেই এই কাজ করতে হবে যাতে মানুষের মনে অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি না হয়। বিরোধী দলনেতা এই সময়ে যাতে অন্যান্য রোগীরা চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারেন সেজন্য ও পি ডি চালু এবং ডাক্তারদের প্রাইভেট চেম্বারগুলি চালু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভার শুরুতে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সর্বদলীয় সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ত্রিপুরা এখন করোনা মুক্ত। কিন্তু আমরা আত্মতৃষ্টিতে ভুগতে চাইছি না। ত্রিপুরাবাসীকে যাতে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত রাখা যায় সেই লক্ষ্যে আলোচনার উদ্দেশ্যেই আজ এই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। যাতে সরকার এক সঠিক নির্দেশিকায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিতে পারে।

সর্বদলীয় সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষু দেববর্মা, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, আই এন সি দলের পক্ষে পীযুষ বিশ্বাস, সি পি আই (এম) দলের পক্ষে গৌতম দাস, বিজেপি দলের পক্ষে ডা. অশোক সিনহা, আই পি এফ টি দলের মঞ্জল দেববর্মা, আই এন সি টি দলের জগদীশ দেববর্মা, পি ডি এস দলের পক্ষে প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস এবং সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আমরা বাঙ্গালী, এস ইউ সি আই, সি পি আই (এম-এল), লোকজনশক্তি পার্টি, এন সি পি ও ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ, প্রধান সচিব (পরিবহণ) এল টি ডার্লিং, শিক্ষা সচিব সৌম্য গুপ্তা, শিল্প ও বাণিজ্য সচিব কিরণ গিত্যে, অর্থ ও রাজস্ব দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব ড. পি কে গোয়েল, অতিরিক্ত সচিব এন সি শর্মা, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং লকডাউন জনিত পরিস্থিতিতে কি কি করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত প্রস্তাব ও পরামর্শ দেন। রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে লিখিত প্রস্তাবও সর্বদলীয় সভায় পেশ করা হয়। সভার শুরুতে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও প্যাকেজ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

সর্বদলীয় বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের বলেন, করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় গরিব সাধারণ মানুষের কল্যাণে রাজ্য সরকার যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে বৈঠকে তুলে ধরা হয়েছে। রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার সাথে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রকল্পের যে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছে তা সভায় তুলে ধরা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, জনসংখ্যার অনুপাতে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অনেকটাই এগিয়ে আছে। মুখ্যমন্ত্রী তথ্য দিয়ে জানান, সারা দেশে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার গড় অনুপাত প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় ৪৭০জন। সেখানে ত্রিপুরায় এই গড় অনুপাত প্রায় ১১৮০জন। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ যে সমস্ত প্রস্তাব এনেছেন সেগুলিও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজ্য সরকার গ্রহণ করবে। দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে করোনা ভাইরাসের মোকাবেলা করতে হবে। এজন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সচেতনতার উপর। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব নিতে হবে। ভয় না পেয়ে সচেতনতার মাধ্যমে এই পরিস্থিতির মোকাবেলার প্রয়োজন বলে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় লকডাউনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ৩ মে পর্যন্ত এই লকডাউন বলবৎ রয়েছে। তবে এরমধ্যেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার চালু রাখবে।

\*\*\*\*\*